ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের
মুসলিম নিধন প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ



ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের

মুসলিম নিধন প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়

উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা



AL HIKMAH MEDIA

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪
জাতিগত নিধনের আহ্বান ৫
প্রতিক্রিয়া ১১
গণহত্যার বিরাট কর্মযজ্ঞ ১৩
সমাধান কি? ১৭

ভূমিকা

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও বোনেরা! মুহতারাম উস্তাদ আবু আনওয়ার আল-হিন্দি হাফিযাহুল্লাহ’র ‘ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম নিধন প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়’ নামক গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ এই লেখায় তিনি ভারতে হিন্দুদের মুসলিম নিধনের ভয়াবহ প্রস্তুতির ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রবন্ধে পাঠক ও পাঠিকাগণ নিজেদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনাও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এই লেখাটির উর্দু সংস্করণ ইতিপূর্বে ‘জামাআত কায়িদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ শাখা’র অফিসিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন ‘নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ’ এর জানুয়ারি ২০২২ ইংরেজি সংখ্যায় (بھارت کی ہندوتوا تحریک نسل کشی کی تیاری کے مراحل میں) ‘ভারত কি হিন্দুত্বওয়া তেহরীক নসল কাশি কি তইয়্যারী কে মারাহেল মেঁ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই লেখাটির বাংলা অনুবাদ এখন পুস্তিকা আকারে আপনাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আম-খাস সকল মুসলিম ভাই ও বোনের জন্য এই রিসালাহটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে নিবেদন হল- লেখাটি গভীরভাবে বারবার পড়বেন, এবং নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ এই রচনাটি কবুল ও মাকবুল করুন! এর ফায়েদা ব্যাপক করুন! আমীন।

সম্পাদক

২৭ শে জুমাদাল উখরা, ১৪৪৩ হিজরি

৩০ শে জানুয়ারি, ২০২২ ইংরেজি

উপমহাদেশের মুসলিমরা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এটা এমন এক প্রক্রিয়া, যা এক শতাব্দীর অধিককাল যাবত চালু রয়েছে। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া ভয়াবহ রকম গতিশীলতা লাভ করেছে। হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল, আজ প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের জন্য আহ্বান জানিয়ে তা নিজ মুখোশ উন্মোচন করেছে।

এ সমস্যা কেবল হিন্দুস্তানের নয়। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতেরা এক জাতি। উপনিবেশবাদী কাফের গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তে যে রাষ্ট্রীয় সীমা ও সীমান্ত রচিত হয়েছে, সেগুলো কৃত্রিম রেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর কোন মূল্য নেই। এসমস্ত সীমান্ত রচনার উদ্দেশ্য উম্মাহকে বিভক্ত ও দুর্বল করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই হিন্দুস্তানের তথা ভারতের মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন যে কোন বিষয় গোটা উম্মাহর জন্য হুমকিস্বরূপ। উপমহাদেশের প্রায় সত্তর কোটি মুসলমানের ভাগ্য পরস্পরের সাথে জড়িত। এ সম্পর্ক আজকে থেকে নয় বরং আবহমানকাল থেকেই। তাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিমদের দৃষ্টি ভারতে বসবাসকারী বিশ কোটি মুসলিমকে জাতিগত নিধনের বিষয় থেকে সরিয়ে দেয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

জাতিগত নিধনের আহ্বান

২০২১ সাল শেষ হবার কিছু আগ দিয়ে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে একটা বড় ধর্মীয় বৈঠক আয়োজিত হয়। ১৭ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর, তিন দিনের এই সভায় হিন্দুদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধু-সন্তরা মুসলিম গণহত্যার জন্য প্রস্তুতি শুরুর প্রকাশ্য আহ্বান জানায়। তারা উৎসাহিত করে হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয় এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য। স্পষ্ট ভাষায় তারা গণহত্যা এবং জাতিগত নিধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। হিন্দুস্তান থেকে ‘জিহাদি’দের (মুসলিমদেরকে) উচ্ছেদের আহ্বান জানায়।

এটি ছিল গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্বান। এ নুষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ ও মনোনীত সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় মুসলিমদেরকে হত্যা করা, জোরপূর্বক তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা অথবা নিজেদের এলাকা থেকে পিটিয়ে তাদেরকে বহিষ্কার করার জন্য সশস্ত্র

বাহিনী গঠনের সংকল্প প্রকাশ করে। এভাবে তারা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চায়। এই সভাকে 'ধর্ম সংসদ' নাম দেয়া হয়। বিচিত্র বিষয় হল সেই সভায় আলোচনার বিষয়বস্তুর শিরোনাম দেয়া হয়, 'ইসলামী ভারতে সনাতন ধর্মের ভবিষ্যৎ: সমস্যা ও সমাধান'।

'ধর্ম সংসদ' হিন্দুদের ধর্মীয় সভা। এখানে হিন্দু ধর্মের নেতৃবৃন্দ এমন বিষয়াবলী নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে, যেগুলোকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মনে করা হয়। একটি বিষয় জানা প্রাসঙ্গিক হবে, ১৯৮৪ সালে রাম জন্মভূমি আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্তও এমনই এক 'ধর্ম সংসদে' স্থির হয়েছিল। সে আন্দোলন তার সূচনার আট বছর পর বাবরি মসজিদ শহীদ করতে সমর্থ হয়েছিল।

হরিদ্বারের সভায় যা কিছু বলা হয়েছে এবং যতটা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থ-হীন ভাষায় বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ। হিন্দুস্তানের মালাউন মুশরিকরা নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভেঙে ভেঙে বর্ণনা করেছে। সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পন্থাও তারা স্পষ্ট করেছে। তারপরও আমরা মুসলিমরা যদি উদাসীনতার ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠতে না পারি, অনাগত সময়ের প্রস্তুতি গ্রহণ না পারি, তাহলে সে সময় বেশি দূরে নয়, যখন আমরা নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির কবর আমাদের নিজেদের হাতেই খনন করবো।

'ধর্ম সংসদে' যা কিছু আলোচনা হয়েছে, সেগুলোর নির্বাচিত কিছু অংশের ওপর সামান্য দৃষ্টিপাত করা যাক -

যতি নরসিংহানন্দ সেই সভার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অন্যতম। সে বলেছিল:

> "মুসলিমদেরকে হত্যা করার জন্য তরবারি যথেষ্ট নয়। আমাদের তরবারির চেয়েও ভালো অস্ত্র চাই।"

যতি নরসিংহানন্দ মুসলিম গণহত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা হয়ে উঠছে। বিগত কয়েক বছরে সাধারণ যুবকদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদের নেটওয়ার্ক তৈরিতে সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর জন্য মিলিশিয়া বাহিনী গঠনে যাতে খুব বেশি কষ্ট না হয়, সেজন্যই তার এই প্রচেষ্টা। ভবিষ্যতে

যুবকদের এই সংগঠন ও নেটওয়ার্ক খুব দ্রুতই মিলিশিয়ার রূপ ধারণ করবে বলে ধারণা করা যায়।

অনুষ্ঠিত সেই সভার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি প্রবোধানন্দ গিরি। সে উত্তর প্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের জাতিগত নিধনের উদাহরণ দিয়ে বলে:

> "সময় আর বাকি নেই। এখন তো কেবল দুটো অপশন রয়েছে। হয় নিজেরা মরার জন্য তৈরি হয়ে যাও অথবা মুসলিমদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ কারণে এখানেও মিয়ানমারের মত স্থানীয় পুলিশ, রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুর জন্য উচিত হলো, তারা অস্ত্র বহন করবে এবং উচ্ছেদ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এছাড়া সমাধানের আর কোন পথ নেই।"

হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারি পূজা শাকুন পান্ডে নাম্নী এক নারী মুসলিমদেরকে গণহারে হত্যার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে বলে:

> "অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনাদের যদি তাদের (মুসলিম) জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করতে হয়, তাদের হত্যা করুন। তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত হন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত হন। যদি আমাদের মাত্র ১০০ সৈন্যও থাকে এবং তাদের ২০ লাখকে যদি আমরা হত্যা করি, আমরা বিজয়ী হবো।
>
> নাথুরাম গডসের মত আমিও নিন্দিত হতে প্রস্তুত আছি। হিন্দুত্বের রক্ষায় এমন যেকোনো শয়তানকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি অস্ত্র তুলব, যে আমার ধর্মের জন্য হুমকি।"

হিন্দুরা নিজেদেরকে অন্তুতপক্ষে তরবারি দিয়ে যেন অস্ত্রসজ্জিত করে এবং লাখ টাকার অস্ত্র ক্রয় করে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে সাগের সিন্ধু নামক এক বক্তা। সেই সঙ্গে এ বক্তা মুসলিমদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করার কথা বলে। মুসলিমদের ভূমি ক্রয় করে সমস্ত গ্রাম যেন মুসলিমদের থেকে পবিত্র করা হয়, এমন আহ্বানও জানায়।

অপর এক হিন্দু লিডার আনন্দস্বরূপের ভাষ্য এমন ছিল:

> “যদি সরকার আমাদের দাবি (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা) মেনে না নেয়, তবে আমরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি ভয়ানক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বো।”

সেইসঙ্গে এই লিডার হিন্দুদেরকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য উৎসাহিত করে বলে:

> “আমি বারবার বলছি, যদি মোবাইল প্রয়োজন হয় তাহলে তার জন্য ৫০০০ রাখো, কিন্তু অস্ত্রের জন্য খরচ করো ১ লাখ রুপি।”

সভার শেষদিকে বাচ্চারা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রদর্শনী করে আর তখন মাইক্রোফোনে ঘোষণা হতে থাকে:

> “অপরাধীদেরকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা প্রত্যেকের আবশ্যকীয় কর্তব্য। এই লড়াকু বাচ্চারা বিধর্মীদেরকে হত্যা করার জন্য।”

খোলাসা করে বললে, ওই সভার আহ্বান এই ছিল—

- হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের সঙ্গে সংঘর্ষের কোন বিকল্প নেই।
- হিন্দুদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।
- মুসলিমদেরকে আর্থসামাজিক ভাবে বয়কট করা উচিত। নিজেদের এলাকা থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দেয়া উচিত।
- ভারতকে মুসলিম মুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।
- ধর্ম সংসদের মতো সভা ও বৈঠকগুলোর মাধ্যমে উচ্ছেদ অভিযানগুলোর সূচনা করা হবে এবং নেতৃত্বদান করা হবে।

এই সভার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমন কতক ভিডিও সকলের সামনে চলে আসে যেখানে দেখা যায়, শিশু-কিশোর ও পূর্ণবয়স্কদেরকে নানা জায়গায় -

স্কুলে, গ্রামের ক্ষেত-খামার ও ময়দানে কিংবা এয়ারকন্ডিশন্ড কনফারেন্স রুমে - লড়াই করা, হত্যা করা, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ করা এবং শত্রুকে হত্যা করা মর্মে শপথ করানো হচ্ছে। এমনিভাবে মুসলিমদেরকে আর্থসামাজিক ভাবে বয়কট করারও অঙ্গীকার করানো হয়েছে। মুসলিমদের সঙ্গে সর্বপ্রকার কেনাবেচার সম্পর্ক পরিহার করার কথাও বলা হয়েছে। এমনকি পার্লামেন্টের কতক সদস্য পর্যন্ত মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদের এলাকা থেকে মেরে পিটিয়ে বের করে দেয়ার ওপর জোরারোপ করেছে।

এখানে আরও একটি বিষয় আমাদের বুঝে নেয়া উচিত, এই সভা ও বৈঠক এজাতীয় চিন্তাধারার অধিকারী ও সমমনা লোকদের কোন বিচ্ছিন্ন বৈঠক নয়। অনুষ্ঠানের পর অনলাইনে বিপুল সমর্থন অর্জন করেছে এই সভা।

গবেষকদের মতে জাতিগত নিধন কার্যক্রম এক দফায় আরম্ভ হওয়ার মতো কোনো কার্যক্রম নয়। বরং এটা এমন এক বিষয়, যা অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীরগতি সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করতে হয়। ঐ সকল গবেষকের দৃষ্টিতে জাতিগত নিধনের দশটি স্তর রয়েছে:

১. বিভাজন বা গ্রুপিং (অর্থাৎ কোন বিশেষ গ্রুপকে নির্ধারণ ও বিশেষায়ন। আমরা এবং তোমরা বলে বিভক্ত করা।

২. লক্ষণ চিহ্নিত করা (ওই গ্রুপকে বিশেষ কোন লক্ষণের সঙ্গে জুড়ে দেয়া)

৩. বিশেষভাবে পৃথকীকরণ (ওই গ্রুপকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা। বিশেষ করে সামাজিক ও আইনগতভাবে।)

৪. অমানবিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা (মানব গুণাবলী ও বিশেষণ থেকে বঞ্চিত করে পশুর মত কিংবা এজাতীয় ঘৃণিত বলে বিচার করা। অর্থাৎ ঐ বিশেষ গ্রুপকে সাধারণ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে মেনে না নেয়া।)

৫. সংগঠন ও সংঘবদ্ধতা (সশস্ত্র প্রশিক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ বাহিনী ও মিলিশিয়া তৈরি করা।)

৬. প্রান্তিকতা (আমরা এবং তোমরা বলে যে বিভক্তি তৈরি করা হয়েছে, প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে এ বিভক্তিকে প্রান্তিকতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।)

৭. প্রস্তুতি গ্রহণ (লক্ষ্য নির্ধারণ করে গণহত্যা পরিচালনার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা তৈরি করা।)

৮. পশ্চাদ্ধাবন ও নিপীড়ন (ওই গ্রুপের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। তাদেরকে নিজেদের এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা, জোরপূর্বক তাদেরকে গুম করা, লুণ্ঠন নিপীড়ন ও হত্যা করা। বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা।)

৯. মূলোচ্ছেদ (পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ গণহত্যা।)

১০. প্রতিক্রিয়া রোধ (নিগৃহীত গ্রুপের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া আসলে তা দমন করা।)

হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন বর্তমান সময়ে ষষ্ঠ স্তর অতিক্রম করে এখন সপ্তম স্তর অর্থাৎ প্রস্তুতি গ্রহণের পর্যায়ে অবস্থান করছে। এই স্তরকে ব্যাখ্যা করে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'Genocide watch' এভাবে বলেছে:

> "জাতীয় নেতা অথবা জাতিগত নিধনের পরিকল্পনাকারী গ্রুপের নেতারা নিজেদের অনুসারীদের সামনে 'টার্গেট গ্রুপ'কে প্রাসঙ্গিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হিসেবে পেশ করে থাকে। নিজেদের দৃঢ়সংকল্প ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চটকদার শব্দের পোশাক পরানো হয়। জাতিগত শুদ্ধি অভিযান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, উচ্ছেদ অভিযান ইত্যাদি শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। তারা সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া ও সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে থাকে এবং নিজেদের মিলিশিয়া ও বাহিনীগুলোকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। টার্গেট গ্রুপের ব্যাপারে জনমনে ভীতি, ঘৃণা ও ক্রোধ সঞ্চার করতে থাকে।
>
> নেতৃবৃন্দ অধিকাংশ সময় এই দাবী করে যে, 'যদি আমরা তাদেরকে হত্যা না করি তাহলে তারা আমাদেরকে হত্যা করবে'। এভাবেই জাতিগত নিধনকে প্রতিরোধ প্রচেষ্টার রূপ দেয়া হয়। অগ্নিঝরা বক্তব্য ও ঘৃণা-উদ্রেককারী প্রোপাগান্ডা সহসাই খুব বেশি মাত্রায় হতে দেখা যায়। সেগুলোর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে, টার্গেট গ্রুপের ব্যাপারে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দেয়া।"

গবেষকদের মতে সপ্তুন স্তরের যে ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পেলাম, সেটাকে হরিদ্বারেরযদি শুদ্ধি অভিযান, সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মুসলিমদেরকে হত্যার প্রতি সাধারণ আহ্বানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে বাস্তবতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোন সংশয়-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

শুধু তাই নয়, বরং জাতিগত নিধনের এই দশটি স্তর বিন্যাসকারী এবং জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর গ্রেগোরি এইচ স্ট্যান্টোন (Gregory H Stanton)-এর মতে, ভারত জাতিগত নিধনের অষ্টম স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। তা হল পশ্চাদ্ধাবন ও নির্যাতন-নিপীড়নের স্তর। ১০ ই জানুয়ারি ২০২২-এ তারা ভারতের জন্য জেনোসাইড ইমারজেন্সি এলার্ট জারি করেছে। একটি অনলাইন কনফারেন্সে সকলকে সম্বোধন করে বলেছে যে, ভারত আজকে অষ্টম স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। নিজেদের টার্গেট গ্রুপ তথা মুসলিমদেরকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদের স্তরে যেতে তাদের কেবল এক কদম দূরত্ব রয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিন্দুত্ববাদী বাহিনী মুসলিমদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া

জাতিগত নিধনের প্রতি এই প্রকাশ্য আহ্বান সত্ত্বেও ভারতীয় মিডিয়া এ বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে এবং এদিক থেকে সর্বসাধারণের দৃষ্টি সরাতে সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করছে। ভারতে চার শ'র বেশি টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস সংবাদ প্রচারকারী টিভি চ্যানেল রয়েছে এবং এক লাখেরও বেশি প্রচার মাধ্যম রয়েছে। এতদসত্ত্বেও অনুষ্ঠিত ধর্ম সংসদ এবং এরপরে ইন্টারনেটে সেই সভার সমর্থনে মুসলিম বিরোধিতার যে সুনামি দেখা গেছে, সে সম্পর্কে কোন কাগজেরই প্রথম পৃষ্ঠায় জায়গা মেলেনি। বরং ভিতরের পৃষ্ঠায় এই সংবাদ চাপা পড়ে গেছে।

মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার ঐ সমস্ত সাধু-সন্তের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। কেবল কিছু এফআইআর করা হয়েছে। সেটাও শুধু ফর্মালিটি হিসেবে। বক্তাদের মাঝে কেউই তাদের ভাষণ ও বক্তৃতার শব্দাবলী নিয়ে লজ্জিত বা অনুতপ্ত নয়। বিপরীতে তারা অনেক বেশি গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসী।

যতি নরসিংহানন্দ সভায় প্রদত্ত সকল বক্তব্যের ব্যাপারে গর্ব প্রকাশ করে বলেছে যে,

> “আমি কি জন্য অনুতপ্ত হব? হিন্দুরা প্রথমবারের মতো জেগে উঠছে। এর জন্য তো আমার গর্ব হয়।”

এমনিভাবে প্রবোধানন্দ গিরি নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে যে, সে তার বক্তব্যের ওপর অটল। কোন কিছুর জন্য সে লজ্জিত বা অনুতপ্ত নয়। সে তো কেবল নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করছে।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আরও তিনটি ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক সংসদ অনুষ্ঠানের জোর সম্ভাবনা রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, সাধু-সন্তদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে সরকার তাদের বিরুদ্ধে বাস্তবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। আর তাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাসের কারণও আছে। বিজেপি ও আরএসএসও হিন্দুস্তানের জন্য এমন দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করে।

এই ঘটনার প্রতি নিন্দা জানিয়েছে কতক লিবারেল সমালোচক। তবে ভারতের সেক্যুলার শ্রেণীর অধিকাংশই এ বিষয়ে নীরব। তাদের এই নীরবতা অর্ধেক সম্মতি বটেই, বরং পূর্ণ সম্মতির কথাই আমাদেরকে জানান দিচ্ছে। তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাবেক ভারতীয় নেভি চীফ অরুণ প্রকাশ অপর তিন সাবেক নেভি চীফ এবং একজন সাবেক এয়ার ফোর্স চীফের সঙ্গে মিলে ধর্ম সংসদের ওই সভার ব্যাপারে ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। সরকার সেই চিঠির না কোন জবাব দিয়েছে, আর না সেটা বাস্তবায়নের কোনো পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, অরুণ প্রকাশের মতে, একজন সাবেক আর্মি চিফও ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করতে আগ্রহী হয়নি। প্রকাশ এ বিষয়টাকে প্রকারান্তরে তাদের পক্ষ থেকে হরিদ্বারের চেতনার প্রতি মৌন সমর্থন বলে বিবেচনা করেছে।

ইন্টারভিউতে অরুণ প্রকাশ ভারতে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরি হবার ব্যাপারে আশঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন:

> “মুসলিমদের পক্ষ থেকে অবশ্যই অবশ্যই এর প্রতিক্রিয়া আমাদের সামনে আসবে....” এবং “পরবর্তী স্তর হবে লড়াই ও সংঘর্ষের।”

যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, ‘আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, ভারত গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হবে’? তখন অ্যাডমিরাল প্রকাশ জবাব দিয়েছেন: .....”জি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক এটাই..... আমরা কি এটা চাই?.....”

এমনিভাবে বলিউডের অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ যিনি পুরোদস্তুর একজন সেক্যুলার, তিনিও নিজ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই সভার ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিলো এরূপ:

> “তারা যে বিষয়ের আহ্বান জানাচ্ছে, তা রীতিমত একটি গৃহযুদ্ধের ডাক। আমাদের বিশ কোটি সদস্যকে এত সহজে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে না। আমরা বিশ কোটি সদস্য পাল্টা লড়াই করবো।.... এবং আমার বিশ্বাস, যদি এ ধরনের কোনো আন্দোলন শুরু হয়ে যায়, তবে সেটাকে অকল্পনীয় প্রতিক্রিয়া, অচিন্তনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভের মুখোমুখি হতে হবে।”

তার এই বক্তব্য সাধারণ কোন বিষয় নয়। এ বক্তব্য জোরালোভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরোপুরিভাবে ভারতীয় ‘গান্ধীবাদী সেক্যুলার নমনীয়তা’ নীতির কট্টর সমর্থক গোষ্ঠীটিও যদি জাতিগত নিধনের এই বাস্তব সীমাহীন ভয়াবহতা অনুধাবন করতে এবং তা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তবে পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক তা কী অনুমান করা যায়?!

গণহত্যার বিরাট কর্মযজ্ঞ

জাতিগত নিধনের এই পরিকল্পনা কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ অথবা বিজেপি, আরএসএস-এর সদস্যদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। ভয়াবহ রকমের ‘ইসলামোফোবিয়া’ গোটা হিন্দুস্তানের সমাজে ছড়িয়ে আছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করা যুবকেরাও হিন্দুত্ববাদীদের জাতিগত নিধনের বিরাট প্রকল্পে পুরোপুরি অংশ নিচ্ছে এবং মুসলিমদেরকে বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে পশুর চেয়েও অধম প্রমাণ করায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

২০২১ সালের জুলাই মাসে 'Sully Deals' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছিল। অ্যাপ ডেভেলপারেরা মুসলিম মা-বোনদের ছবি দিয়ে প্রোফাইল

বানিয়েছে যেখানে তারা ঐ সমস্ত মা-বোনকে Deal of the day (আজকের কেনাবেচার পণ্য) বলে অভিহিত করেছে। এই অ্যাপ্লিকেশন তার ব্যবহারকারীদেরকে মুসলিম রমণী ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মিথ্যা প্লাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এটা প্রকৃতপক্ষে কোন সওদা ছিল না। কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে এবং বিশেষত মুসলিম মা-বোনদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করা। এ ধরনের অপর একটি অ্যাপ ২০২১ সালের নভেম্বরে চালু করা হয়েছিল। এর নাম ছিল bully buy। ওই অ্যাপটিও মুসলিম মা বোনদের ছবি নিয়ে প্রোফাইল বানাত এবং মুসলিম মা-বোনদেরকে লাঞ্ছিত ও কটাক্ষ করতো।

সুল্লি এবং বুল্লি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম মা বোনদের জন্য ব্যবহৃত বিদ্রূপাত্মক দুটো শব্দ যা মুল্লি শব্দের বিকৃত রূপ। ভারতে ঠাট্টা করার জন্য মুসলিম পুরুষদেরকে মোল্লা এবং মুসলিম মা-বোনদেরকে মুল্লি বলা হয়।

এই অ্যাপসের সঙ্গে যেসব লোক যুক্ত রয়েছে, তারা সকলেই পড়ালেখা জানা যুবক এবং মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এই অ্যাপস ডেভেলপার এবং প্রচারকারীদের মাঝে ১৮ বছর বয়সী একটি হিন্দু মেয়ে রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায়, এটা নিছক 'নারীবিদ্বেষী পুরুষতান্ত্রিক' আচরণ না, বরং আমভাবে মুসলিমদেরকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম নারীদেরকে কটাক্ষ ও লাঞ্ছিত করার প্ল্যাটফর্ম হলো এই অ্যাপসগুলো। মুসলিম নারীদেরকে বাজারজাত পণ্য হিসাবে উপস্থাপন করা অর্থাৎ তাদেরকে এমন করে দেখানো যে - তাদেরকে কেনাবেচা করা যায়। মুসলিম মা-বোনদেরকে মানবিক মর্যাদার স্তর থেকে নামিয়ে দেয়া তাদের ঘৃণ্য লাঞ্ছনার অপচেষ্টা নয় তো কী?!

মুসলিমদেরকে মানবিক গুণাবলী থেকে অবমুক্ত করে তাদেরকে পশু জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট আখ্যা দেয়া এবং তাদের সঙ্গে লাঞ্ছনাকর আচার-ব্যবহারের ধারা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে।

রুয়ান্ডার গণহত্যার আগে সংখ্যালঘু 'তুতসি গোষ্ঠীর' লোকদেরকে বলা হতো তেলাপোকা বা আরশোলা। পরবর্তীতে এই সম্প্রদায়ের লাখ লাখ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল। নাৎসি জার্মানিতে ইহুদীদেরকে বলা হতো ইঁদুর। এমনিভাবেই

বিজেপি ও আরএসএস-এর লোকেরা দীর্ঘদিন যাবত মুসলিমদেরকে বোঝানোর জন্য ‘উইপোকা’ ট্যাগ ব্যবহার করে আসছে। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিমরা ‘উইপোকা’ - যারা ভারতের সম্পদ নষ্ট করছে এবং হিন্দুদেরকে তাদের ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ভারতের দ্বিতীয় শক্তিধর রাজনীতিবিদ নেতা অমিত শাহ্ অধিকাংশ সময় এই পরিভাষাই মুসলিমদের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

এসমস্ত পন্থা ও হাতিয়ারের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে মানবিক মর্যাদার স্তর থেকে নামিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। জনমানুষের মাঝে তাদের ব্যাপারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার অনুভূতি ও ঘৃণাভাব উদ্রেক করা হচ্ছে। নেতিবাচক এই আবেগ অনুভূতিগুলোই পরবর্তীকালে গণহত্যার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে।

অ্যাপসের মতই ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াতে হিন্দুত্ববাদী একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ট্রেন্ড তৈরি করা হয়ে গেছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। নির্বিঘ্নে খোলাখুলিভাবে এখানে মুসলিম সাধারণ যুবকদেরকে হত্যা করার এবং মুসলিম মা বোনদের সঙ্গে দলগত অনাচারের দাওয়াত দেয়া হয়। আর এসব চিন্তাধারা প্রচারকারী লোকেরা হলো শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। শুধু তাই নয় বরং কখনো কখনো এমনও চিন্তা প্রকাশ করতে দেখা যায় যে, মোদি এবং বিজেপি মুসলিমদের সঙ্গে অত্যন্ত নমনীয় আচরণ করছে।

এছাড়া সরকারিভাবেও বিজেপি আরএসএস অত্যন্ত দক্ষভাবে প্রোপাগান্ডা করার পন্থা তৈরি করে দিচ্ছে। অত্যন্ত সুনিপুণ ও সংগঠিতভাবে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও গণহত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাঠ প্রস্তুত হচ্ছে। মিথ্যা সংবাদের মাধ্যমে জাতিগত নিধনের পালে হাওয়া দিয়ে এই আহ্বানকে ব্যাপক করা হচ্ছে। প্রোপাগান্ডার এই জাল বিছানোর প্রক্রিয়ায় বাস্তবেই লক্ষ লক্ষ লোক শামিল রয়েছে, যারা বিজেপি আরএসএস-এর সঙ্গে সংযুক্ত। এরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিনরাত এক করে জাতিগত নিধন এজেন্ডা অগ্রসর করার মিশনে নিয়োজিত।

অমিত শাহ একবার বলেছিল, ‘আমরা জনসাধারণকে, আমাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার যেকোনো পয়গাম শোনাতে সক্ষম। চাই সেটা মিঠা হোক কিংবা তেতো। সত্য হোক কিংবা মিথ্যে। কারণ আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৩২ লাখ সদস্য রয়েছে।’

কিন্তু শুধু তাই নয়। ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডসকে অত্যন্ত দক্ষভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহারের জন্য 'Tek Fog' এর মত গোপন অ্যাপও ব্যবহারে আনা হয়েছে। এই অ্যাপ ফেসবুক ও টুইটারের ট্রেন্ডসে নিজেদের পছন্দসই বক্তব্য নিয়ে আসে। । এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই অ্যাপের ভেতর থাকা 'অটো রিটুইট' ও 'অটো শেয়ার'- এর মতো ফিচার ব্যবহার করে নির্বাচিত আইডি ও গ্রুপের পোস্ট এবং টুইটসমূহ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

এমনিভাবে ওই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য একাউন্ট ব্যবহার করে প্রথম থেকেই হ্যাশট্যাগস স্প্যাম করে। এভাবেই এই ফিচারের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার করার মিশন চালানো হচ্ছে। এই অ্যাপ তার ব্যবহারকারীদেরকে, সাধারণ নাগরিকদের ডিএক্টিভ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টগুলো হ্যাক করার এবং তাদের ফোন নাম্বারের মাধ্যমে তাদের কন্টাক্ট লিস্টে থাকা সদস্যদেরকে সহজে বার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করে দেয়।

এই একটা উদাহরণ থেকেই এ বিষয়টা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, মুসলিমদের জাতিগতভাবে নিধনের পরিকল্পনা সফল করার কার্যকরী প্রচেষ্টা কতটা সূক্ষ্ম, নিপুণ ও গভীরভাবে করা হচ্ছে। এটা কেবল প্রান্তিক ধারার বিচ্ছিন্নতাবাদী অল্প কিছু লোকের কাজ নয়; বরং এটা সুসংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ। এটি তৃণমূল পর্যায় থেকে তৈরিকৃত গণহত্যার এমন একটা রক্তাক্ত ব্যবস্থা, যা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আকর্ষণীয় আঙ্গিকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে আনা হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সামনে উদাহরণ হিসেবে রাম জন্মভূমি আন্দোলন রয়েছে, যা বাবরি মসজিদের শাহাদাতের রক্ত হাতে মেখে আছে। হিন্দুত্ববাদীরা আরো একবার ওই পথে চলে এমন সাফল্য অর্জন করতে চায়। পার্থক্য শুধু এই যে, এবার ব্যাপক পরিসরে গণহারে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা ও জাতিগত নিধন করতে ইচ্ছুক। সারাদেশে ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠান করে তারা জনসংযোগ তৈরির মাধ্যমে জনগণকে সশস্ত্র ও প্রশিক্ষিত মিলিশিয়া হিসেবে গড়ে তুলে ময়দানে নামিয়ে আনতে চায়। এ কাজ তাদের জন্য আরও সহজ হয়ে গিয়েছে এই কারণে যে, আরএসএস এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংগঠনগুলো আগে থেকেই পুরো ভারতে বড় পরিসরে তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক বিস্তার করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

এসবকিছুই আমাদের দৃষ্টি একদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। আর তা হল, হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদেরকে মুসলিম নিধনের জন্য প্রস্তুত মনে করছে। তারা অতি শীঘ্রই জাতিগত নিধনে নিজেদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অংশ বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

সমাধান কি?

উপমহাদেশের মুসলিমদের রাজনৈতিক চিন্তার একটি মৌলিক সমস্যা হলো, গণতন্ত্র ও উদার গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের অবিশ্বাস্য রকমের অটল আস্থা-বিশ্বাস রয়েছে। বিগত এক শতাব্দী যাবত উপমহাদেশের মুসলিমদের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি - গণতন্ত্র, ইলেকশন ও জাতীয় সীমানার ভেতর থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি আজ যখন মুসলিমরা জাতিগত নিধনের শিকার হবার জোরালো আশঙ্কার মুখোমুখি, তখনও তারা কাফেরদের তৈরি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের এ বোধ নেই যে, এসব দৃষ্টিভঙ্গী ও ফর্মুলা বরাবরই মুসলিমদের ক্ষতি করেছে ও করবে। এগুলোর দ্বারা কখনোই মুসলিমদের কোনো কল্যাণ সাধিত হয়নি এবং হবেও না। এতদসত্ত্বেও মুসলিমদের এক বিরাট জনসংখ্যা যাদের মাঝে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওলামায়ে দ্বীনেরও বিরাট একটা অংশ রয়েছে, তারা এসব ক্ষতিকর চিন্তাধারাই পোষণ করে আসছেন।

গণতন্ত্র কখনোই মুসলিমদের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। ভারতের বর্তমান প্রেক্ষাপটই একথার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিজেপি, আরএসএস ভোটের আধিক্যের ভিত্তিতেই লাগাতার দু'বার ক্ষমতায় এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে থেকে বেরোবার কোনো গণতান্ত্রিক পথ বা সমাধান নেই। পূর্বে ভারতের বাহ্যিক সেক্যুলার আইন ও সংবিধানের ওপর অনেকেই নির্ভর করেছিল। অনেকেই নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদালত ও পার্লামেন্টের মত সেক্যুলার সংস্থার সঙ্গে জুড়ে রেখেছিল। তারা ভেবেছিল, এভাবেই তাদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষিত হবে। কিন্তু তাদের প্রতি মুসলিমদের এমন আশা-আকাঙ্ক্ষা খামখেয়ালি বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বাবরি মসজিদের শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমরা দেখেছি, হিন্দুস্তানের সেক্যুলার ক্ষমতার অংশীদার ‘বিচারক শ্রেণী’ কীভাবে হিন্দুত্ববাদী সকল

আন্দোলন ও কার্যক্রমকে আইনত পুরস্কৃত করেছে। অতঃপর ঐ সেক্যুলার আদালতই কাশ্মীরের আট বছর বয়সী আসিফা বানুর সঙ্গে অন্যায়কারী এবং তার হত্যাকারীদেরকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।

বাস্তবে হিন্দুস্তানের বাহ্যিক সেক্যুলার সংস্থাগুলোর অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হলো, হিন্দুত্ববাদীদের সমালোচিত কার্যক্রমগুলোকে আইনত সহায়তা দেয়া। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই সংস্থাগুলো এমনটাই করে আসছে। গোটা শাসনব্যবস্থা, পুরো আমলাতন্ত্র; আদালত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত, পুলিশ প্রশাসন থেকে সশস্ত্রবাহিনী পর্যন্ত—সকলেই এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে যাচ্ছে। কোথাও সরাসরি ঘোষণা দিয়ে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে, আবার কোথাও মৌন সমর্থন ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

এই পুরো দৃশ্যপট দেখার পর হিন্দুস্তানের মুসলিম উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ... বিশেষত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের জন্য এই সেক্যুলার ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জুড়ে দেয়া, এগুলোর প্রতি আস্থা পোষণ করা, তাদের কাছেই আর্জি পেশ করা একদিকে যেমন অযৌক্তিক, অপরদিকে সীমাহীন বেদনাদায়ক। তারা আজও মনে করে, সেক্যুলার ভারত তাদেরকে হিন্দুত্ববাদের শয়তানগুলোর হাত থেকে বাঁচাবে। এই চিন্তা এতটাই প্রভাবশালী যে, হরিদ্বারের সভাকে সমালোচনা করে তারা সেক্যুলার শাসকদের কাছে বিচার নিয়ে গিয়েছিল। যেন তারা বিক্ষুব্ধ এই পরিস্থিতিকে যেকোনোভাবে নিজেদের জন্য অনুকূল করে নিতে পারে (!)।

এই চিন্তাধারা আমাদেরকে আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমরা আজও মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের চশমা চোখে লাগিয়ে রাজনীতি করছি। তারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছে না যে, এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি আমাদের অধিকার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে একেবারেই অক্ষম। উপমহাদেশের মুসলিমরা শরীয়তের বাস্তবায়ন চেয়েছিল। তারা সম্মান ও মর্যাদার জীবন চেয়েছিল। কিন্তু আজ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ—পুরো উপমহাদেশে মুসলিমরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার। ইসলামের পতাকা আজ ভূলুণ্ঠিত। ক্ষমতার লাঠি হয় মুশরিক গোষ্ঠীর হাতে কিংবা জাতীয়তাবাদের পূজারী সেক্যুলার গোষ্ঠীর হাতে।

পৃথিবীতে আল্লাহর কানুন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, এ বিষয়ের স্বপ্ন লালন করাও আজ নিষিদ্ধ। এক শতাব্দীকাল যাবত আমরা যেই নেশায় মত্ত হয়ে আছি, সেই নেশার ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠা – এখন সময়ের দাবী।

প্রয়োজনের ভিত্তিতে গণতন্ত্র ও ইলেকশনে অংশ নেয়ার পেছনে যদি ভালো নিয়ত ও সদিচ্ছা কার্যকর থাকে, তবুও এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে এক সমস্যার পরে আরেক সমস্যা এবং এক বিপদের পিঠে আরেক বিপদ ছাড়া আর কিছুই উপহার দিচ্ছে না। সেইসঙ্গে এগুলোর ধ্বংসাত্মক ফলাফল তো আছেই। এগুলোর দ্বারা সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি এই হয়েছে যে, উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব জেঁকে বসেছে। পরাজিত এই মানসিকতা মুসলিমদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, অধিকাংশই গণতন্ত্র ছাড়া আর কোন সমাধান দেখতে পাচ্ছে না।

আজ মুসলিমরা তাদের বিশ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে জাতিগত নিধনের সীমাহীন ভয়াবহতার মুখোমুখি। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান ব্যবস্থায় আমাদেরকে পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে, যা আমাদেরকে আজ এ পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে। মুসলিম জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য, মুসলিম মা বোনদের সম্মান ও সম্ভ্রম হেফাজতের জন্য, নিজেদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার জন্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর দ্বীনের পতাকা সমুন্নত করার জন্য আজ উপমহাদেশের স্বার্থেই একটি নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের একটি বিরাট অংশ নিজেদেরকে জিহাদ থেকে দূরে রাখতে আগ্রহী। তাদের এই কর্মপন্থা না তাদেরকে হেফাজত করতে পারবে, আর না তাদেরকে মুশরিক গোষ্ঠীর কাছে আস্থাভাজন বানাতে পারবে। ধর্ম সংসদে এক বক্তা প্রবোধানন্দ গিরি পরবর্তীতে এক ইন্টারভিউতে বলেছে:

> "আমরা জিহাদিদেরকে শেষ করতে চাই। আর যারাই কোরআন পড়ে, এর অর্থ ও মর্ম বোঝে, তারা সকলেই জিহাদি।"

২০২১ সালে এ ব্যক্তিকেই এক অডিওতে বলতে দেখা যায়:

> “পুরো দুনিয়াতে যদি মানবতা রক্ষা করতে হয় তাহলে জিহাদিদেরকে নিঃশেষ করতে হবে। পৃথিবীবাসীর জন্য এই জিহাদিদের চিকিৎসা করা এবং এদের কোন একটা ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। কিছুদিন আগে কেউ একজন বলেছিল যে, ‘ইসলামে ধর্ষক জন্ম নেয়, জিহাদি জন্ম নেয়’।...আর আমি তো অনেকদিন ধরেই বলে আসছি যে, প্রতিটি মুসলিম ঘরানায় একটা জিহাদি ও সন্ত্রাসবাদী অংশ থাকে। হিন্দুদের এখন উঠে দাঁড়াবার এবং ঐ সকল জিহাদির চিকিৎসা-ব্যবস্থা করার সময় এসেছে। আর নয় তো এই জিহাদিরা হিন্দুদের জন্য ব্যবস্থা খুঁজে নেবে। তখন এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য আমাদের আর কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না।”

এ ব্যক্তি আরও অগ্রসর হয়ে সমস্ত জিহাদিকে হিন্দু ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তনের এবং ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দিয়েছে। প্রিয় পাঠক চিন্তা করতে পারছেন, আপনি নিজেকে জিহাদ থেকে যতই দূরে রাখুন অথবা যত ধরনেরই সেক্যুলার ও লিবারেল সাজার চেষ্টা করুন, শত্রু আপনাকে জিহাদি বলেই জ্ঞান করবে।

তাই হে মুসলিমরা! তোমরা শুনে রাখো। তোমরা তাদেরকে রাজি-খুশি করার যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা যতোই শান্তিবাদী সাজার চেষ্টা করো না কেন, তোমরা যতই সুনাগরিক হবার চেষ্টা করো না কেন, তোমরা বরাবরই তাদের দৃষ্টিতে জিহাদি থাকবে। যতদিন তোমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত না হবে, যতদিন তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাসবে, ততদিন তোমরা তাদের দৃষ্টিতে জিহাদি পরিচয় মুছতে পারবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং মিল্লাতে ইব্রাহীম পরিত্যাগ করে তাদের ধর্মে চলে না যাবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে রাজি খুশি করতে পারবে না।

চিন্তাশীলদ্যার জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা। গণতন্ত্র, নির্বাচন, জাতীয়তার পূজা, সেক্যুলারিজম ও মানব রচিত কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় সীমান্তের জঞ্জাল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেদের ঈমান, মান-মর্যাদা, সন্তান-সন্ততি ও অনাগত প্রজন্মের হেফাজতের জন্য আমাদেরকে একটি নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করতে হবে। এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি, যার ভিত্তি হবে জিহাদ ও শরীয়ত; যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

খোলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীতে অন্যান্য খলিফা ও সুলতানদের আমলে ছিল।

১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর রাজনৈতিক আঙ্গিকে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে চিন্তা করার সময় পার হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন হল গোটা হিন্দুস্তানকে বিরাট একটি ময়দান ধরে নিয়ে পরিকল্পনা করার। কারণ উপমহাদেশের মুসলিমদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ পরস্পরে জড়িত। পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের একটিকে অপরটির থেকে আলাদা করে দেখা যাবে না। হ্যাঁ একথা ঠিক, আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্যই সামনে থাকবে। এমন কৌশল ও সমন্বয়-পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে যা আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে জুতসই হবে। তবে সেই সঙ্গে একটি চোখ অবশ্যই কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে হবে। আর কেন্দ্রীয় সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, উপমহাদেশের স্বাধীনতা এবং গোটা উপমহাদেশে আল্লাহর শরীয়তের বাস্তবায়ন। আর এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন শুধুমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভবপর হতে পারে। আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পথ দেখাবে আর তরবারি সাহায্য করবে। আর এটাই হল সেই গাযওয়াতুল হিন্দ, যা উম্মাহর জন্য সুসংবাদ বয়ে আনবে যেমনটা সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

মুশরিকদের পণ্ডিত ও সাধু-সন্তরা যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছে। যেভাবে ঘৃণার চাষ করা হয়েছে তাতে নতুন প্রজন্মের মাঝে ঘৃণার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছে। মুসলিমদেরকে মূলোচ্ছেদ করার প্রস্তুতি জোরেশোরে চালু রয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গুরুগম্ভীর নীরবতা সেই প্রস্তুতির প্রতি সম্মতি ও সমর্থনের লক্ষণ। জাতিগত নিধনের এই ডাক এবং তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি সামনের সময়গুলোতে আরও বেড়ে যাবে। আমরা আর কতদিন পর্যন্ত নিজেদের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে, আসন্ন ভয়াবহতার ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকবো?

যদি হিন্দুস্তানের হিন্দুত্ববাদী এই আন্দোলনের জবাব দেয়া না হয় এবং এভাবেই সে আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে হিন্দুস্তানের মুসলিমদের পরিণতি বসনিয়া ও মায়ানমারের মুসলিমদের চেয়েও শোচনীয় হবার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে জিহাদের পথ আপন করে নিতে হবে। মুজাহিদীন ছাড়া আজ আর কে আছে, যারা আমাদের কল্যাণের জন্য লড়াই করবে? নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবে? নিজেদের রক্ত ঝরাবে?

মুজাহিদ আলিম, উপমহাদেশের জিহাদের রাহবার মাওলানা আসেম উমর বলেছিলেন:

> "যদি হিন্দুস্তানের মুসলিমরা আপন মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানায়, তবে মুজাহিদীন প্রত্যেক মুসলিমদের বিরুদ্ধে উঠানো যেকোনো হাত কেটে রেখে দিবে।"

কিন্তু হে ভারতের মুসলিমরা! সর্বপ্রথম আমাদেরকে এই মৌলিক বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে যে, মুজাহিদরা তখনই আমাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ হবেন, যখন আমরা নিজেরা সাহায্য লাভ করতে চাইবো। যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজেরা বাস্তবতার মুখোমুখি হবার সাহস ও প্রত্যয় সৃষ্টি করতে না পারবো, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করার জন্য তার কাছে একনিষ্ঠতা ও নিজেদের ব্যর্থতা জাহির করে ফিরে না যাব, ততদিন পর্যন্ত অবস্থা পরিবর্তন হবার নয়। আমাদেরকে সেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলতে হবে, যা ধরে চলার নির্দেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, মালিকুল মুলক, আল জাব্বার, আল মুতাকাব্বিরের ফরমান আমাদের স্মরণ করা উচিত। তিনি এরশাদ করেছেন:

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٌ لَّـكُمۡ‌ ۚ وَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـــًٔا وَّهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ‌ ۚ
وَعَسٰۤى اَنۡ تُحِبُّوۡا شَيۡـــًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّـكُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡـتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

অর্থ: "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা আল বাকারা ২:২১৬)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।" (সূরা আল আনফাল ৮:২৪)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

অর্থ: "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আল আনফাল ৮:৬০)

ভারতের মুশরিকরা আমাদেরকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান-মর্যাদা ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা কি নিজেদের রবের আনুগত্য করবো না?

আজও কি আমরা জেগে উঠবো না?

হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন.... আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আমি আপন কওমের নিকট পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি।

ভাই ‘আবু আনওয়ার আল হিন্দি’ হাজী শরীয়তুল্লাহ’র ভূমি বাঙাল অঞ্চলের অধিবাসী। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ নামে পরিচিত। আর সেখানে বসেই তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

****